দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র
মাত্রা ও প্রবণতা

সম্পাদনা

দেবাশীস মিত্র
দেবাশিস নন্দী

দক্ষিণ এশিয়ায় মানবাধিকার: গণতন্ত্র প্রসারে কী প্রতিবন্ধক? ভারত, বাংলাদেশ ও ভুটানের অবস্থা

কৌশিক চক্রবর্তী

বিশ্ব ইতিহাস এরকম সাক্ষ্যই দিচ্ছে, মানবাধিকারের তত্ত্ব ও প্রয়োগিক ক্ষেত্র কখনোই বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী ছিল না। যে গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়েছিল, সেই রাষ্ট্রচিন্তাই তত্ত্বের বাস্তবায়নে ব্যর্থ। এরিস্টটল যতই বলুন, মানুষকে তার পূর্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে তাকে অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিতেই হবে, ইতিহাস কিন্তু এটাই দেখাচ্ছে, সে সমাজ ব্যবস্থাতেই স্বাধীনতা ছিল নিতান্তই একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য একচেটিয়া আশীর্ব্বাদ, সমাজের বৃহত্তর অংশ, যাদের ভেতর নারীরাও ছিলেন, বঞ্চিত হয়েছে এ অধিকার থেকে, মানবিক মর্যাদা থেকে। প্লেটোর ন্যায়বিচার (Justice) সম্পর্কিত তত্ত্ব বা সাম্যবাদের (Communism) তত্ত্বও এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনি। এই তত্ত্ব সমূহে নির্দিষ্ট শ্রেণী রাজনৈতিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এরিস্টোটলের দাসতত্ত্ব, নাগরিকত্ব সম্পর্কে তার ধারণা অবসর সম্পর্কে এরিস্টোটলের বক্তব্য—প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত কে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত সহজলভ্য। এই চিত্রের ঠিক পাশেই যদি একবিংশ শতকের মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নিরিখে দক্ষিণ এশিয় রাষ্ট্রবর্গের মানবাধিকারের চিত্র রাখা যায় তবে দেখা যাবে, তত্ত্ব এবং প্রয়োগের যে বৈরিতা তা এক্ষেত্রেও ইতিহাসকে অস্বীকার করে নি। বর্তমান সময়কালে আমরা মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা, স্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে যে ধারণা প্রকাশের চেষ্টা করি সে সংক্রান্ত বিবিধ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, পৃথক পৃথক আঙ্গিকে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

'প্রবন্ধটির বক্তব্য লেখকের একান্তই ব্যক্তিগত মতামত, এ বিষয়ে সম্পাদক দ্বয়ের কোন দায় নেই।'